[২০১৮] ১৩ এস. সি. আর. ১২৮৬

ডঃ আশওয়ানি কুমার

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা

(২০১৬ সালের রিট পিটিশন (সি) নং ১৯৩)

১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৮

[মদন বি লোকুর এবং দীপাক গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

সামাজিক ন্যায়বিচারঃ

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার – সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে রিট আবেদন – অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীনে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পেনশন, আশ্রয়, জেরিয়াট্রিক যত্ন এবং চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের দাবি এবং একইসাথে পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ এর কার্যকর বাস্তবায়ন চাওয়া হয়েছে – সিদ্ধান্ত: অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীনে প্রদত্ত জীবনধারণের অধিকার একাধিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে – মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবার অধিকার মৌলিক ও অপরিহার্য – রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল এই মৌলিক অধিকারগুলোর শুধু সুরক্ষা নয়, বরং তা বাস্তবায়ন এবং সমস্ত নাগরিকের জন্য সহজলভ্য করা – কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীনে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করতে কিছু পরিকল্পনা চালু করেছে, তবে এখনও অনেক কিছু অর্জন করা বাকি – তবে, এই আদালত কর্তৃক কিছু নির্দেশিকা জারি করলেই সংবিধানের আদেশ বা আইনের আদেশ পূরণ হবে না – একমাত্র কার্যকর সমাধান হল একটি চলমান ম্যান্ডামাস, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে জনগণের অধিকার সম্মানিত, স্বীকৃত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সামাজিক ন্যায়বিচারকে অর্থপূর্ণ ও কার্যকর করা হচ্ছে – প্রাথমিক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার স্বীকৃতি ও বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখা যায় – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ২১, ৩৯ এবং ৪১ – পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ – ধারা ৩০ এবং ৩১।

নির্দেশ জারি করে, আদালত

স্থিরঃ ১ সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা ন্যায়বিচারের ধারণা ১৯৪৯ সালে (যখন গণপরিষদের বিতর্ক হয়েছিল) আজকের মতোই বৈধ ছিল। কিন্তু, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, বিভিন্ন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যা ১৯৪৯ সালে বিদ্যমান ছিল না এবং সম্ভবত সেই সময়ে পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার এমন একটি উদীয়মান পরিস্থিতি যা সম্ভবত সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। অতএব,

যদিও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ এ শ্রমিক, পুরুষ ও মহিলাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং শিশুদের কম বয়স এবং বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের সহায়তার উল্লেখ রয়েছে এবং সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে অন্যান্য ক্ষেত্রে অযাচিত অভাবের ক্ষেত্রে প্রবীণদের স্বাস্থ্য বা অভাবের সময়ে তাদের আশ্রয় এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের বয়সের কারণে তাদের খনন সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। [অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩] [১২৯৪-বি-সি; ১২৯৫- এ – বি]

১.২ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জীবনের অধিকারকে অবশ্যই একটি বিস্তৃত অর্থ দিতে হবে। জীবনের অধিকার, বেশ কয়েকটি অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে আপাতত আদালত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত, যার প্রতিটি মৌলিক এবং মৌলিক। এই অধিকারগুলি হল মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার এবং স্বাস্থ্যের অধিকার। এই মৌলিক অধিকারগুলি কেবল সুরক্ষিতই নয়, সমস্ত নাগরিকের জন্য প্রয়োগ ও উপলব্ধ করা হয় তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র বাধ্য। [অনুচ্ছেদ ৪৪] |১৩০৮-ঘ-ঙ]

২.১ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জীবনের অধিকারের একটি অংশ। এই ধরনের অধিকার অর্থহীন হয়ে যাবে যদি কোনও বয়স্ক ব্যক্তির তার মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি দেখাশোনা করার জন্য আর্থিক উপায় না থাকে এবং অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। [অনুচ্ছেদ ১৬] [১২৯৮-এফ-জি]

২.২ জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (এন. এস. এ. পি) ১৯৯৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প হিসাবে চালু করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির নথির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধানের রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলি রাজ্যকে তার সাধ্যের মধ্যে দরিদ্র ও নিঃস্বদের লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং প্রতিবন্ধীদের পাশাপাশি অননুমোদিত অভাবের অন্যান্য ক্ষেত্রে নাগরিকদের জনসাধারণের সহায়তা প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচির প্রাথমিক তিনটি উপাদানের মধ্যে রয়েছে জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প, যা পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প নামে পরিচিত হয়

পেনশন প্রকল্পকে কার্যকর ও অর্থপূর্ণ করতে হলে প্রশাসনকে অবশ্যই একযোগে কাজ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৭ এবং ১৮] [১২৯৯-এ-ই]

ফ্রান্সিস কোরালি মুলিন বনাম প্রশাসক, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লির (১৯৮১) ১ এস. সি. সি ৬০৮: [১৯৮১] ২ এস. সি. আর ৫১৬; অরুণা রামচন্দ্র শানবাগ বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১১) ৪ এসসি ৪৫৪: [২০১১] ৪ এস. সি. আর ১০৫৭; কমন কজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৮) ৫ এস. সি. সি ১: [২০১৮] ৬ এস. সি. আর ১; কে. এস. পুট্টস্বামী বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৭) ১০ এস. সি. সি ১: [২০১৭] ১০ এস. সি. আর ৫৬৯-এর উপর নির্ভরশীল।

উন্নি কৃষ্ণান, বিচারপতি পি. বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৩) ১ এস. সি. সি ৬৪৫: [১৯৯৩] ১ এস. সি. আর ৫৯৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

৩,১, আশ্রয়ের অধিকার বা যুক্তিসঙ্গত বাসস্থানের অধিকার যে কোনও মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে একটি। দুর্ভাগ্যবশত, যদিও এই বিষয়ে কিছু ইতিবাচক উন্নয়ন হয়েছে, তবে বয়স্কদের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়নি যাদের বিশেষ যত্ন এবং মনোযোগের প্রয়োজন, যা সমাজের অনেক অংশে অনুপস্থিত। [অনুচ্ছেদ ২১] ১৩০০-জি-এইচ]

৩.২ আশ্রয়ের অধিকার রাষ্ট্রের "অর্থনৈতিক বাজেট" সাপেক্ষে। আবেদনকারীর দ্বারা কোনও সম্পূর্ণ আদেশের জন্য আবেদন করা যায় না বা এমনকি রাষ্ট্রের আর্থিক সক্ষমতাকে উপেক্ষা করার জন্য যুক্তিও দেওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে, আর্থিক বিষয়গুলি পিছনের দিকে চলে যায় তবে এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দেশের সম্পদ সীমাহীন নয় এবং যখন আদালতের কাছে রাজ্যকে পরিমাণ ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়ার কথা আসে, তখন বিচারিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। [অনুচ্ছেদ ২৫] [১৩০২-জি-এইচ; ১৩০৩-এ]

৩,৩, সমন্বিত প্রবীণ নাগরিক কর্মসূচির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে প্রবীণ নাগরিকদের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ১.৯৮ কোটি, যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬ কোটি এবং ২০১১ সালে ১০.৩৮ কোটিতে পৌঁছেছে। পূর্বাভাস অনুসারে, ভারতে ৬০+ বয়সী মানুষের সংখ্যা ২০২১ সালে ১৪.৩ কোটি এবং ২০২৬ সালে ১৭.৩ কোটিতে পৌঁছাবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল **"বৃদ্ধ নাগরিকদের জীবনমানের উন্নয়ন করা, আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা সেবা এবং বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ....."**। পাশাপাশি, এটি সক্রিয় ও উৎপাদনশীল বার্ধক্যকে উৎসাহিত করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এও জানানো হয়েছে যে, এই কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ

নাগরিকদের জন্য গৃহ, বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। [অনুচ্ছেদ ২৬] |১৩০৩-খ-ঘ]

৩. ৪. আশ্রয়ের অধিকার যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার তাতে কোনও সন্দেহ নেই এবং তাই প্রত্যেকের জন্য এবং যতটা সম্ভব আশ্রয় নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, ভারত সরকার গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে গৃহহীনদের জন্য প্রকল্প তৈরি করেছে, কিন্তু এখন এটা স্বীকার করার সময় এসেছে যে, গ্রামীণ ভারত সহ দেশের বিভিন্ন অংশে বহু সংখ্যক প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের পরিবার দেশের অন্যান্য অংশে এবং এমনকি দেশের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে 'গৃহহীন' হয়ে পড়েছেন। যদিও এই প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই নিঃস্ব নন, তবে তাদের বয়সের কারণে তাদের সহায়তার প্রয়োজন হয় এবং তারা তাদের মাথার উপর ছাদের জন্য অর্থ প্রদান করতে এবং অবদান রাখতে ইচ্ছুক। উপযুক্ত সংখ্যক বৃদ্ধাশ্রম এবং তাদের অবস্থা অনুযায়ী বাড়ির অভাবে, তাদের নিজেদের রক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় যা তাদের দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঝুঁকিতে ফেলে। [অনুচ্ছেদ ২৭] [১৩০৩-ডি-জি]

শান্তিস্টার বিল্ডার বনাম নারায়ণ খিমালাল টোটাম এ. আই. আর ১৯৯০ এস. সি ৬৩০; চামেলি সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (১৯৯৬) ২ এস. সি. সি ৫৪৯: [১৯৯৫] ৬ সম্পূরক এস. সি. আর ৮২৭; আহমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশন বনাম নবাব খান গুলাব খান (১৯৯৭) ১১ এস. সি. সি ১২১: [১৯৯৬] ৭ সম্পূরক এস. সি. আর ৫৪৮-এর উপর নির্ভরশীল।

৪.১ ভারত সরকার প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য জাতীয় কর্মসূচি চালু করেছে। এই জাতীয় কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল প্রবীণ নাগরিকদের, অর্থাৎ ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থায় নিবেদিত নিরাময়ের সুবিধা প্রদান করা। জাতীয় কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে পৃথক এবং বিশেষায়িত ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। [অনুচ্ছেদ ৩২] [১৩০৫-বি-সি]

৪.২ জাতীয় কর্মসূচি এখন প্রায় ছয় বা সাত বছরের পুরনো এবং তা অবশ্যই যথাযথ আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে হবে, অন্যথায় এটি কেবল একটি কাগজের কর্মসূচিই থেকে যাবে। নিঃসন্দেহে গত কয়েক বছরে অনেক কিছু অর্জন করা হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক কিছু অর্জন করতে হবে এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং সমস্ত

রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনকে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৩৫] [১৩০৫-এফ-জি]

ভিনসেন্ট পানিকুর্লাঙ্গারা বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৮৭) ২ এস. সি. সি. ১৬৫: [১৯৮৭] ২ এস. সি. সি. ৪৬৮; কনজিউমার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৫) ৩ এস. সি. সি. ৪২: [১৯৯৪] ৬ সম্পূরক এস. সি. আর. ৬২৬; কিরলোস্কর ব্রাদার্স লিমিটেড বনাম এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (১৯৯৬) ২ এস. সি. সি. ৬৮২:১১৯৯৬] ১ এস. সি. আর. ৮৮৪; পঞ্জাব রাজ্য বনাম মহিন্দর সিং চাওলা (১৯৯৭) ২ এস. সি. সি. ৮৩: [১৯৯৬] ১০ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৭৯; নগর নিগম ওয়াই. এ. এল ফাহিম মাংস রপ্তানি (পি) লিমিটেড (২০০৬) ১৩ এস. সি. সি. ৩৮২: [২০০৬] ১০ সম্পূরক এস. সি. আর. ৩৫৪; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংস্থা।

৫.১ রিট আবেদনকারী বিকল্পভাবে একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন, যথা, এমনকি যদি "অর্থনৈতিক বাজেটিং" জনিত অসুবিধার কারণে সংবিধানগত অধিকার বাস্তবায়নযোগ্য না হয়, তবুও সংসদ কর্তৃক প্রণীত পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ (এম ডাবলু পি আইন) বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করেছে। এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে সংসদ এই আইনের আর্থিক প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। আইন প্রণয়নের সময় ভারত সরকারের স্তরে এবং রাজ্য সরকারের স্তরে "অর্থনৈতিক বাজেটিং"-এর বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অতএব, এম ডাবলু পি আইনের বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারগুলোর পক্ষে অর্থের অভাবের অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সংবিধানগত অধিকার কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত বৃদ্ধ নাগরিকদের আইনি অধিকার অবশ্যই স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত হতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৪৫] [১৩০৮-ই-জি]

৫.২ এই আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলীর একটি সেট সাংবিধানিক ম্যান্ডেট বা এমডব্লিউপি আইনের ম্যান্ডেট পূরণ করবে না। প্রবীণদের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার এবং তাদের যুক্তিসঙ্গত বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা এবং জেরিয়াট্রিক সরবরাহের জন্য সাংবিধানিক ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি যত্ন ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

যদিও এটি কিছু সময় নিতে পারে, তবে একমাত্র উপলব্ধ সমাধান হ 'ল একটি অব্যাহত ম্যান্ডামাস যা এই আদালত দ্বারা গৃহীত একটি স্বীকৃত অনুশীলন এবং পদ্ধতি যা জনগণের অধিকারকে সম্মান, স্বীকৃতি ও প্রয়োগ করা হয় এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত সামাজিক ন্যায়বিচারকে অর্থ ও দাঁত দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। উত্থাপিত বিষয়গুলির সাংবিধানিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, মনোনিবেশিত এবং সম্ভবত আরও জোরালো প্রচেষ্টা প্রয়োজন। [অনুচ্ছেদ ৪৭ এবং ৪৮] [১৩০৯-সি-এফ]

৬. জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সমস্ত দিক নিয়ে একটি মূল্যায়ন অধ্যয়নের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে যাতে সমস্ত রাজ্যে এই প্রকল্পটি সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায় এবং এই প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনা যায়। এছাড়াও, এনএসএপি প্রকল্পগুলির জন্য একটি সামাজিক নিরীক্ষাও বিবেচনা করা হয়েছে এবং ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি সামাজিক নিরীক্ষা পাইলট চালু করার জন্য সম্প্রতি ৩০শে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত একটি সামাজিক নিরীক্ষার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৪৯] [১৩০৯-চ-ছ]

৭. কিছু প্রাথমিক নির্দেশনা জারি করা উপযুক্ত হবে যাতে প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকারকে স্বীকৃতি ও প্রয়োগের জন্য কার্যকর অবদান রাখা যায়ঃ

১. ভারত সরকার সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছ থেকে দেশের প্রতিটি জেলার বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং এই বিষয়ে একটি স্থিতি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

২. ভারত সরকার সমস্ত রাজ্য সরকার থেকে প্রতিটি জেলায় প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিদ্যমান চিকিৎসা সুবিধা এবং জেরিয়াট্রিক পরিচর্যার সুবিধাসমূহ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং এই বিষয়ে একটি স্থিতি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৩. ভারত সরকার কর্তৃক সংগ্রহীত তথ্যের ভিত্তিতে, এম ডাবলু পি আইনের বিধানগুলোর প্রচারের জন্য এবং প্রবীণ নাগরিকদের উক্ত আইনের বিধানসমূহ ও সংবিধানগত এবং আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত।

৪, কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই এমডব্লিউপি আইনের ৩০ নং ধারা অনুযায়ী তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে যথাযথ নির্দেশ জারি করতে হবে এমডব্লিউপি আইনের কেন্দ্রীয় সরকারকেও এমডব্লিউপি আইনের ৩১ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্দেশ্যে একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করতে হবে

রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা এমডব্লিউপি আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা। [অনুচ্ছেদ ৫০,৫১] [১৩০৯-এইচ; ১৩১০-বি-এফ]

৫. ভারত সরকারের উচিত এই প্রকল্পগুলির দিকে পুনর্বিবেচনা করা এবং সম্ভবত এগুলির পুনর্বিবেচনা করা যাতে সংমিশ্রণ ঘটানো যায় এবং বহুত্ব এড়ানো যায়। বিশেষত, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে প্রবীণদের পেনশন অনুদান পুনর্বিবেচনা করতে হবে যাতে এটি আরও বাস্তবসম্মত হয়। অবশ্যই, এটি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক প্রাপ্যতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। [অনুচ্ছেদ ৫১] [১৩১০-জি-এইচ]

মামলা প্রসঙ্গ

১৯৮১	২ এসসিআর ৫১৬	অনুচ্ছেদ ১৩
২০১১	৪ এসসিআর ১০৫৭	অনুচ্ছেদ ১৪
২০১৮	৬ এসসিআর ১	অনুচ্ছেদ ১৪
২০১৭	১০ এসসিআর ৫৬৯	অনুচ্ছেদ ১৫
১৯৯৩	১ এসসিআর ৫৯৪	অনুচ্ছেদ ১৯
১৯৯০	এআইআর এসসি ৬৩০	অনুচ্ছেদ ২২
১৯৯৫	৬ সম্পূরক এসসিআর ৮২৭	অনুচ্ছেদ ২৩
১৯৯৬	৭ সম্পূরক এসসিআর ৫৪৮	অনুচ্ছেদ ২৪
১৯৮৭	২ এসসিআর ৪৬৮	অনুচ্ছেদ ২৯
১৯৯৪	৬ সম্পূরক এসসিআর ৬২৬	অনুচ্ছেদ ৩০
১৯৯৬	১ এসসিআর ৮৮৪	অনুচ্ছেদ ৩০
১৯৯৬	১০ সম্পূরক এসসিআর ২৭৯	অনুচ্ছেদ ৩১
২০০৬	১০ সম্পূরক এসসিআর ৩৫৪	অনুচ্ছেদ ৩১
২০১৪	৪ এসসিআর ১০	অনুচ্ছেদ ৩১

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ ২০১৬ সালের ১৯৩ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি)
(ভারতীয় সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে)
২০১৫ সালের ৮১ নং রিট পিটিশন (সি) সহ।
ম্যাথিউ চেরিয়ান (হেল্পেজ), নিখিল দে (পেনশন পরিষদ) শ্রীমতি কিঞ্জাল সম্পত, এসি।

এ. এন. এস. নাডকার্নি, এএসজি, জুগল কিশোর গিলদা, এডভোকেট জেনারেল, অনিল গ্রোভার, অভিনব মুখার্জি, সৌরভ মিশ্র, মিস ঐশ্বর্যা ভাটি, এএজি, মিস ভি. মোহনা, সিনিয়র এডভোকেট, মিস রৌশান তারা জাসওয়াল, মিস অমিতা জোসেফ, মিস বাণী ব্যাস, মোহিত কৌশিক, মুকেশ কুমার সিংহ, রবি চন্দ্র প্রকাশ, ভানু প্রিয়া শর্মা, অশুতোষ চতুর্বেদী, অমিত, মিস সুষমা সিংহ, অভিষেক ত্রিপাঠী, সঞ্জীব পানিগ্রাহী, পুরুষোত্তম শর্মা ত্রিপাঠী, ভি. ভি. পাত্তাভিরাম, এস. কে. গুপ্তা, মিস মাধবী দেওয়ান, রাজ বাহাদুর যাদব, আর. আর. রাজেশ, শালিন্দর সাইনি, মিস স্নিধা মেহরা, বি. ভি. বলারামদাস, ডি. এল. চিদানন্দ, জি. এস. মাক্কার, মিস সুহাসিনী সেন, এম. পি. গুপ্তা, প্রশান্ত রাওয়াত, মিস প্রিয়া মিশ্র, মিস অনিল কাটিয়ার, মিস অনীতা শেনয়, মিস শ্রীষ্টি অগ্নিহোত্রী, গুন্টুর প্রভাকর, মিস প্রেরণা সিংহ, অনিল শ্রীবাস্তব, ঋতুরাজ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র কুমার শ্রীবাস্তব, মিস আভা আর. শর্মা, ডি. এস. পারমার, মিস সুজীতা শ্রীবাস্তব, মহেন্দ্র সিংহ, মিস অংশ্রুতা মহেশ্বরী, মিস প্রতিষ্ঠা বিজ, সিদ্ধার্থ গর্গ, এ. পি. মাইয়ী, চিরাগ জৈন, মিস ময়ুরি নয়্যার চাওলা, সালভাদর সন্তোষ রেবেলো, পি. এস. সুধীর, মিস শ্রুতি জোস, মিসেস হেমন্তিকা ওয়াহী, মিস জেসাল ওয়াহী, মিস পূজা সিংহ, মিস বিশাখা, সতীশ কুমার, সঞ্জয় কুমার বিশেন, নবীন গুপ্তা, মিস রিতু রাস্তোগী, মিস সস্মিতা ত্রিপাঠী, মিস বিহু শর্মা, মিস পূর্ণিমা কৃষ্ণ, জি. এম. কাওওসা, এম. শোয়েব আলম, তপেশ কুমার সিংহ, আদিত্য প্রতাপ সিংহ, ভি. এন. রঘুপাথি, লগনেশ মিশ্র, পরীক্ষিত পি. আঙ্গাড়ি, জি. প্রকাশ, জিশনু এম. এল., মিসেস প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, মিসেস বীণা প্রকাশ, মিস দীপা এম. কুলকার্নি, নিশান্ত আর. কাটনেশ্বরকর, লেইশাংথেম রোশমানি খ., মিস মৈবাম বাবিনা, মিস অনুপমা নগাংগোম, মিস স্বরূপমা চতুর্বেদী, বি. এন. দুবে, মুকেশ কুমার, রঞ্জন মুখার্জি, উপেন্দ্র মিশ্র, মিস কে. এনাতোলি সেমা, অমিত কুমার সিংহ, শিবাশীষ মিশ্র, চন্দন কুমার মণ্ডল, মিস উত্তরা বাব্বার, মিস ভাবনা দুহুন, মিস রুচি কোহলি, মিস অরুণা মাথুর, মিস অনুরাধা অর্জুন, অভনীশ অর্জুন, মিস গীতাঞ্জলি, এম. যোগেশ কান্না, এস. পার্থ সারথী, মিস সুজাতা বাগধি, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, শুভদীপ রায়, রাজীব কুমার দুবে, কমলেন্দ্র মিশ্র, মিস বৈধৃতি মিশ্র, অশুতোষ কুমার শর্মা, অবিরল সাক্সেনা, মিস রচনা শ্রীবাস্তব, সুহান মুখার্জি, মিস আস্থা শর্মা, অমিত বর্মা, অভিষেক মাঞ্চন্দা, মিস কাজল দালাল, মিস ডিম্পল নাগপাল, কে. ভি. জগদীশ্বরন, মিসেস জি. ইন্দিরা, মৃণাল কে. মণ্ডল, শরণ ঠাকুর, বিজয় কুমার পরদেশী, ভি. জি. প্রাগাসাম, এস. প্রভু রামসুব্রামানিয়ান, এস. মনুরাজ, এডভোকেটগণ, যাঁরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ডঃ অশ্বিনী কুমার, ব্যক্তিগত আবেদনকারী,

'আদালতের রায় প্রদান করেন **মদন বি. লোকুর, বিচারপতি।**

১. আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় "সামাজিক ন্যায়বিচার" কে গর্বের স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এটি সম্ভবত ন্যায়বিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

২. ২০১৮-র ২৬শে নভেম্বর সংবিধান দিবসে তাঁর ভাষণে ভারতের রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে, সামাজিক ন্যায়বিচার আমাদের দেশ গঠনের মূল আধার। আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা ন্যায়বিচারের ধারণা ১৯৪৯ সালে (যখন গণপরিষদের বিতর্ক হয়েছিল) আজকের মতোই বৈধ ছিল। কিন্তু, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, বিভিন্ন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যা ১৯৪৯ সালে বিদ্যমান ছিল না এবং সম্ভবত সেই সময়ে পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। মাননীয়া রাষ্ট্রপতি ন্যায়বিচার এবং বিশেষত সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়ে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বক্তব্য রাখেনঃ

"প্রস্তাবনায় ন্যায়বিচারকে এক-মাত্রিক হিসাবে দেখা হয় না। এটিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হিসাবে দেখা হয়। রাজনৈতিক ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের সমান অংশগ্রহণ এবং ন্যায়সঙ্গত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বলতে চূড়ান্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবিকা অর্জনের সমান সুযোগ এবং ন্যায্য মজুরি বোঝায়। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উদাহরণগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, উদ্যোক্তা এবং চাকরির সুযোগের সম্প্রসারণ অন্যতম। আমাদের জনগণের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কখনও কখনও আমাদের অতীতকে চিহ্নিত করা ভারসাম্যহীনতা ও শ্রেণিবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক ন্যায়বিচার আমাদের জাতি গঠনের একটি মাইলফলক হিসাবে রয়ে গেছে। সহজতম স্তরে, এটি সামাজিক ভারসাম্যহীনতা অপসারণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি ও প্রয়োজনের সমন্বয়কে বোঝায়। সামাজিক ন্যায়বিচার সমান সুযোগ প্রদানের বিষয়ে।

ন্যায়বিচারের এই ধারণা ১৯৪৯ সালে বৈধ ছিল এবং ব্যাপকভাবে আজও প্রাসঙ্গিক। তবুও, একবিংশ শতাব্দী নতুন বিরোধ নিয়ে এসেছে। নিঃসন্দেহে ন্যায়বিচারের ধারণা-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-এর একটি স্থিতিস্থাপক মূল রয়েছে তবে এটি উদ্ভাবনী উপায়ে চিন্তা করা দরকার। এটি 'উদীয়মান পরিস্থিতি-এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে প্রয়োগ করা দরকার যা আমাদের সংবিধান নির্মাতারা যখন কাজ করছিলেন তখন বিদ্যমান ছিল না বা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল।' (জোর দেওয়া হয়েছে)

৩. প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার এমন একটি উদীয়মান পরিস্থিতি যা সম্ভবত আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। অতএব, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ এ শ্রমিক, পুরুষ ও মহিলাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং শিশুদের কম বয়স এবং বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের সহায়তার উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে প্রবীণদের স্বাস্থ্য বা অভাবের সময়ে তাদের আশ্রয় এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের বয়সের কারণে তাদের মর্যাদা ও জীবিকা সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই।

৪, অবশেষে, বয়স প্রত্যেকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যায় এবং কখনও কখনও এটি কিছু লোককে সম্পূর্ণ অসহায় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলে, শারীরিক বা মানসিক বা উভয় ক্ষেত্রেই। সৌভাগ্যবশত, আমাদের সংবিধান জৈবিক এবং এই আদালত দূরদর্শী। এই সংমিশ্রণের ফলে আইনের ক্ষেত্রে বিশেষত সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিকাশ ঘটেছে, যা বছরের পর বছর ধরে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে অসাধারণ গুরুত্ব এবং তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পিটিশনটি প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকারকে স্বীকৃতি ও প্রয়োগের জন্য এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত একটি সুযোগ-সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা স্বীকৃত অধিকার যা এই আদালত কয়েক দশক ধরে একাধিক সিদ্ধান্তে বুঝতে পেরেছে এবং ব্যাখ্যা করেছে, এবং অধিকার যা উদীয়মান পরিস্থিতির কারণে বছরের পর বছর ধরে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

সংক্ষিপ্ত পটভূমি

৫. আবেদনকারী ডঃ অশ্বিনী কুমার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার প্রয়োগের বিষয়ে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশন পছন্দ করেছেন। আবেদনকারী, যিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হন, রিট, পিটিশনে বেশ কয়েকটি প্রার্থনা করেছেন কিন্তু জমা দেওয়ার সময়, তিনি চারটি বিষয়ে অনুরোধ করা ত্রাণ সীমাবদ্ধ করেছেন। এগুলি হল

১. বয়স্কদের জন্য পেনশন।
২. বয়স্কদের জন্য আশ্রয়।
৩. প্রবীণদের জন্য জেরিয়াট্রিক যত্ন এবং চিকিৎসা সুবিধা।
৪. অভিভাবক ও প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ (এমডব্লিউপি আইন)-এর কার্যকর বাস্তবায়ন

৬. কার্যধারা এবং জমা দেওয়ার সময়, অ্যামিকাস কিউরি হিসাবে মিঃ ম্যাথিউ চেরিয়ান এবং হস্তক্ষেপকারী হিসাবে একজন সামাজিক কর্মী মিঃ নিখিল দে-এর মাধ্যমে হেল্পএজ ইন্ডিয়া আমাদের সহায়তা করেছিল। আমাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলও সহায়তা করেছিলেন

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া যিনি বিশেষভাবে এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন যে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এটিকে একটি প্রতিকূল মামলা হিসাবে বিবেচনা করে না।

৭, আমরা আবেদনকারীর উত্থাপিত বিষয়গুলি সিরিয়াটিমে তুলে ধরার প্রস্তাব করছি তবে জনস্বার্থ পিটিশন বিচারাধীন থাকাকালীন আরও যে কোনও সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে তা আন্দোলন করার জন্য এটি তার এবং বিদ্বান অ্যামিকাসের জন্য উন্মুক্ত রেখেছি।

সম্মানের অধিকারএবংযথাযথপেনশন

৮. ভারত সরকারের নথিতে উল্লেখ আছে যে, প্রবীণদের ৬০ থেকে ৭৯ বছর বয়সীদের একটি শ্রেণিতে এবং ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে থাকা ব্যক্তিদের আরেকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। নথিতে দেখা যায় যে, **ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বৃদ্ধভাতা প্রকল্পের** অধীনে ৬০-৭৯ বছর বয়সী ব্যক্তিদের জন্য সরকার মাসিক ২০০ টাকা পেনশন নির্ধারণ করেছিল। ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে থাকা ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

৯, আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পেনশনের পরিমাণ শেষবার সংশোধন করা হয়েছিল **২০০৭ সালে**, অর্থাৎ এক দশকেরও বেশি সময় আগে। আবেদনকারীর পক্ষে বলা হয়েছে যে, এই পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য এবং এটি সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ২১**-এর মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত নয়। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হারে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থমূল্যে এটি **৯২ টাকা প্রতি মাসে**-র সমান হয়ে দাঁড়ায়।

১০. কোনও সন্দেহ নেই যে এই প্রকল্পটি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের উপর অবদান রাখার জন্য একটি সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা রাখে, তবে এই আদালতে দায়ের করা হলফনামা অনুসারে, তাদের অবদান প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে প্রতি মাসে ২০০০ টাকা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। আবেদনকারীর অনুরোধ করা নির্দেশগুলির মধ্যে একটি হল প্রবীণদের বাস্তবসম্মত পেনশন প্রদান করা উচিত এবং এটি তাঁর পরামর্শ যে এটি ন্যূনতম মজুরির কমপক্ষে অর্ধেক হওয়া উচিত।

১১. আবেদনকারীর দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল, আদালতের বন্ধু এবং হস্তক্ষেপকারীর দ্বারা দক্ষতার সাথে সমর্থিত যে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ দ্বারা স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। আমরা এটি সন্দেহ করি না এবং অবশ্যই ভারত ইউনিয়নও এটি সন্দেহ করবে না, আবেদনকারীর আরও বক্তব্য ছিল যে, একজন ব্যক্তির মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রাপ্যতা প্রয়োজন। একজন বয়স্ক ব্যক্তি, বিশেষত যিনি বৃদ্ধাশ্রমে রয়েছেন তিনি নিজের দেখাশোনা করতে অক্ষম এবং তাই আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন। এটি কেবল তখনই উপলব্ধ করা যেতে পারে যখন একটি কার্যকর পেনশন প্রকল্প রয়েছে যা আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়িত হয় এবং যা একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা সুবিধা নেওয়া যেতে পারে।

১২, তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে, আবেদনকারী এই আদালতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতা রেখেছিলেন যা বলে যে মর্যাদার অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৩, ফ্রান্সিস কোরালি মুলিন বনাম প্রশাসক, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দেথি 'মামলায় এই আদালত স্বীকার করেছে যে সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা জীবনের অধিকারের মধ্যে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পুষ্টি, পোশাক এবং আশ্রয়-যার সবকিছুর জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন। এই মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলির বিধান কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন বয়স্কদের কিছু অর্থবহ পেনশন দেওয়া হয়, পেনশন নয় যা প্রতি মাসে' ৯২ এর সমতুল্য, প্রতিবেদনের ৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছিল যা নিম্নরূপঃ

৮. কিন্তু যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল জীবনের অধিকার কি কেবল অঙ্গ বা অনুষদ সুরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি তা আরও এগিয়ে গিয়ে আরও কিছু গ্রহণ করে। আমরা মনে করি যে জীবনের অধিকারের মধ্যে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার এবং এর সাথে যা কিছু যায় তা অন্তর্ভুক্ত, যেমন পর্যাপ্ত পুষ্টি, পোশাক এবং আশ্রয় এবং পড়ার, লেখার এবং বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ-সুবিধা, অবাধে চলাফেরা করা এবং সহমানবদের সাথে মেলামেশা করা। অবশ্যই, 'এই অধিকারের উপাদানগুলির পরিমাণ ও বিষয়বস্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে, তবে বিষয়টির যে কোনও পরিপ্রেক্ষিতে, অবশ্যই জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার অধিকার এবং এমন কাজ ও ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা মানুষের ন্যূনতম অভিব্যক্তি গঠন করে..... (আমাদের দ্বারা আরও জোর দেও হয়েছে)

১৪. আবেদনকারী অরুণা রামচন্দ্র শানবাগ বনাম ভারত ইউনিয়ন? এবং কমন কজ বনাম ভারত ইউনিয়ন '-এর উল্লেখ করেছিলেন যেখানে এই আদালত স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিল যে জীবনের অধিকারের মধ্যে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অরুণা রামচন্দ্র শানবাগের প্রতিবেদনের ৩২ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"৩২, যদিও এই আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১-এর অধীনে মৃত্যুর অধিকার (আত্মহত্যা) স্বীকার করেনি এবং দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা অনুযায়ী আত্মহত্যার প্রচেষ্টা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তবুও আদালত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে বেঁচে থাকার অধিকার মানে শুধুমাত্র শারীরিক অস্তিত্ব বজায় রাখা নয়, বরং মানবিক মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করার অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

এবং কোনও মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ বা স্থায়ী উদ্ভিজ্জ অবস্থায় রয়েছেন, তাঁকে এই পরিস্থিতিতে তাঁর জীবনের অকাল বিলুপ্তির মাধ্যমে এটি সমাপ্ত করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং এটি জ্ঞান কৌর মামলার মাধ্যমে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়। [জ্ঞান কৌর বনাম পঞ্জাব রাজ্য, (১৯৯৬) ২ এস. সি. সি ৬৪৮] "(আমাদের দ্বারা প্রদত্ত জোর)।

১৫, আবেদনকারী কে. এস. পুট্টস্বামী বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় বিচারপতি রোহিনটন ফালি নরিম্যানের মতামতের উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখা গেছে যে এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত মানব মর্যাদাকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই পর্যবেক্ষণটি প্রতিবেদনের ৫২৫ অনুচ্ছেদে করা হয়েছিল যা নিম্নরূপঃ

"৫২৫. .....আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে মানবিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রেম শঙ্কর শুক্লা বনাম দিল্লি প্রশাসন, (১৯৮০) ৩ এসসিসি ৫২৬ অনুচ্ছেদ ২১, ফ্রান্সিস কোরালি মুলিন বনাম দিল্লির কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, (১৯৮১) ১ এসসিসি ৬০৮ অনুচ্ছেদ ৬, ৭ এবং ৮, বঁধুয়া মুক্তি মোর্চা বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (১৯৮৪) ৩ এসসিসি ১৬১ অনুচ্ছেদ ১০, মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় বনাম সচিকিৎসা প্রসারক মণ্ডল, (২০১০) ৩ এসসিসি ৭৮৬ অনুচ্ছেদ ৩৭, শবনম বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (২০১৫) ৬ এসসিসি ৭০২ অনুচ্ছেদ ১২.৪ এবং ১৪ এবং জিজা ঘোষ বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (২০১৬) ৭ এসসিসি ৭৬১ অনুচ্ছেদ ৩৭ দেখুন। একজন ব্যক্তির মর্যাদা তার পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই বিকাশ তখনই সম্ভব যখন একজন ব্যক্তি তার মৌলিক ব্যক্তিগত পছন্দের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে এবং ব্যক্তিগত তথ্যের প্রচারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, যা অননুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে লঙ্ঘিত হতে পারে....." (আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে)।

১৬, এই আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, এখন কোনও সন্দেহ নেই যে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার কার্যত সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জীবনের অধিকারের একটি অংশ। কোনও বয়স্ক ব্যক্তির যদি তার মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি দেখাশোনা করার আর্থিক উপায় না থাকে এবং অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় তবে এই অধিকারটি অর্থহীন হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে আবেদনকারী বলেছিলেন যে সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের অবশ্যই পর্যাপ্ত পেনশন দেওয়া উচিত যাতে তারা মর্যাদার সাথে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

১৭. বিশিষ্ট অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (এন. এস. এ. পি)-র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা ১৯৯৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প হিসাবে চালু করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির নথির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধানের রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলি রাজ্যকে তার সাধ্যের মধ্যে দরিদ্র ও নিঃস্বদের লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং প্রতিবন্ধীদের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে অযাচিত অভাবের ক্ষেত্রে নাগরিকদের জনসাধারণের সহায়তা প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচির প্রাথমিক তিনটি অংশের মধ্যে রয়েছে জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প, যা পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প নামে পরিচিত হয়, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই প্রকল্পটি ভারত সরকার দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তবে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন।

১৮. যদিও আমরা সক্রিয় সমর্থনের বিষয়ে অভিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারি না, তবুও আমাদের অভিমত হল যে, পেনশন প্রকল্পকে কার্যকর ও অর্থপূর্ণ করতে হলে ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন উভয়কেই একযোগে কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এনএসএপি-র নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে এটি প্রসারিত করার জন্য সমান বা আরও বেশি টপ-আপ বিবেচনা করতে পারে।

১৯. বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং ১৮১ ও ১৮২ অনুচ্ছেদে বিচারপতি বি. পি. জীবন রেড্ডির মতামত অনুযায়ী এই আদালত একটি সতর্কতা জারি করেছে। উন্নি কৃষ্ণন, বিচারপতি পি. বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য, যেখানে বলা হয়েছে যে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমিত এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি রাজ্যের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির মধ্যে একটি বিষয়। এটি শিক্ষার অধিকারের প্রেক্ষাপটে ছিল কিন্তু এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে নির্ধারিত নীতিটি বর্তমান আবেদনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। এই আদালত দ্বারা নিম্নলিখিত হিসাবে রায় দেওয়া হয়েছিল ।

"১৮১. ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার অধিকার। শিক্ষার অধিকার আরও অর্থ বহন করে যে একজন নাগরিক রাষ্ট্রকে তার অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে তাকে শিক্ষার সুবিধা প্রদান করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

এই কথা বলার মাধ্যমে আমরা ৪১ নং অনুচ্ছেদকে চতুর্থ অংশ থেকে তৃতীয় অংশে স্থানান্তরিত করছি না-আমরা কেবল ৪১ নং অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করছি যাতে ২১ নং অনুচ্ছেদ থেকে প্রবাহিত শিক্ষার অধিকারের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে কোনও রাজ্য বলবে যে তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও উন্নয়নের সীমার মধ্যেও তার জনগণকে শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন নেই। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সীমা, সাধারণত বলতে গেলে, রাষ্ট্রের বিষয়গত সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে।

"১৮২. উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে, আবেদনকারীদের পক্ষের আইনজীবী যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, অনুচ্ছেদ ২১-এ শিক্ষার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই আদালত দেশের প্রতিটি নাগরিককে আদালতে যাওয়ার অধিকার প্রদান করবে, যাতে তারা রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারে তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রদান করতে—এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন বলে ধরে নেওয়া উচিত। বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার শুধুমাত্র শিশুদের জন্য প্রযোজ্য যতক্ষণ না তারা ১৪ বছর বয়স সম্পন্ন করে। এর পর, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা তার অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা নতুন কিছু বলছি না। এই বিষয়টি ইতিপূর্বেই এই আদালত ফ্রান্সিস সি. মুলিন বনাম প্রশাসক, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি [(১৯৮১) ১ এসসিসি ৬০৮] মামলায় গুরুত্বসহকারে ব্যাখ্যা করেছে....." (আমাদের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির জন্য ৯৯৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, যা ৩ কোটিরও বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এছাড়াও বলা হয়েছিল যে, পেনশনকে মুদ্রাস্ফীতির সূচকের সঙ্গে সংযুক্ত করা উপযুক্ত নাও হতে পারে, যেহেতু এটি একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা।

২০. যদিও এই যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে, তবুও এই বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করা জরুরি।"

আশ্রয়ের অধিকার

২১. প্রায় দুই দশক ধরে এই আদালত আশ্রয়ের অধিকার বা যুক্তিসঙ্গত বাসস্থানের অধিকারকে যে কোনও মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, যদিও এই বিষয়ে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে, তবে বয়স্কদের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়নি যাদের বিশেষ যত্ন এবং মনোযোগের প্রয়োজন, যা আমাদের সমাজের অনেক অংশে অনুপস্থিত। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আবেদনকারী আশ্রয়ের অধিকারের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যার মধ্যে অনেকগুলি হল

যার মধ্যে পর্যাপ্ত আশ্রয়ের অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা আমরা বিশ্বাস করি বয়স্কদের জন্যও প্রযোজ্য

২২, শান্তিস্টার বিল্ডার বনাম নারায়ণ খিমাতাল টোটামে 'মামলায় এই আদালত খাদ্য, পোশাক ও আশ্রয়ের অধিকারকে যে কোনও সভ্য সমাজের গ্যারান্টি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যতদূর পর্যন্ত আশ্রয়ের অধিকার সম্পর্কিত, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে যুক্তিসঙ্গত বাসস্থানের অধিকার রয়েছে। এটি প্রতিবেদনের ৯ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ ছিলঃ

"৯, মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি ঐতিহ্যগতভাবে তিনটি হিসাবে গৃহীত হয়েছে-খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়। যে কোনও সভ্য সমাজে জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এর মধ্যে খাদ্যের অধিকার, পোশাকের অধিকার, শালীন পরিবেশের অধিকার এবং বসবাসের জন্য যুক্তিসঙ্গত বাসস্থানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে "..... (আমাদের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে)

২৩. চামেলি সিং বনাম 'উত্তর প্রদেশ রাজ্য'-এ আরও পূর্ণ আলোচনা পাওয়া যাবে যেখানে এই আদালত এক অর্থে আশ্রয়ের অধিকারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছে। প্রতিবেদনের ৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে আশ্রয়ের অধিকারের মধ্যে পর্যাপ্ত থাকার জায়গা অন্তর্ভুক্ত থাকবে তবে এর অর্থ একজনের মাথার উপর ছাদের অধিকার নয়। এটি বলা হয়েছিল যে আশ্রয়ের অধিকারকে যখন বেঁচে থাকার অধিকারের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে বলে মনে করা উচিত। এটি প্রতিবেদনের ৮ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলা হয়েছিলঃ

"৮. কোনো সংগঠিত সমাজে, একজন মানুষের জীবনধারণের অধিকার কেবলমাত্র তার প্রাণিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় না..... আশ্রয়ের অধিকার, অতএব, পর্যাপ্ত বসবাসের স্থান, নিরাপদ ও শোভন কাঠামো, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম পরিবেশ, যথেষ্ট আলো, বিশুদ্ধ বাতাস ও পানি, বিদ্যুৎ, পয়ঃপ্রণালী এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধা যেমন রাস্তা ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে, যাতে একজন ব্যক্তি সহজে তার দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারে। সুতরাং, আশ্রয়ের অধিকার কেবলমাত্র মাথার উপর একটি ছাদ থাকার অধিকার বোঝায় না; বরং এটি এমন সমস্ত অবকাঠামোগত সুবিধার অধিকারকে নির্দেশ করে, যা একজন মানুষকে তার জীবনযাপন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন। আশ্রয়ের অধিকার যখন জীবনের অধিকারের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন এটিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত বলে গণ্য করা উচিত। নির্দেশমূলক নীতিগুলিতে যা নির্দিষ্ট রয়েছে, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের জন্য এটি নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হবে, তবে অবশ্যই তার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সীমার মধ্যে....." (আমাদের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে)।

২৪, পরিশেষে, আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বনাম নবাব খান গুলাব খান মামলায় এই আদালত চামেলি সিং-এর কথা উল্লেখ করেছে এবং তাঁকে অনুসরণ করেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি সহ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আমাদের বাধ্যবাধকতাগুলির উল্লেখ করা হয়েছিল। আবেদনকারী আমাদের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই আদালত কর্তৃক বেশ কয়েকটি রায়ে নির্ধারিত আইন ছাড়াও, আমাদের আশ্রয়ের অধিকারের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলিকে সম্মান করা উচিত এবং স্বীকার করা উচিত। প্রতিবেদনের ১২ এবং ২৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছিল যা নিম্নরূপ ছিলঃ

১৯ (১) (ই) অনুচ্ছেদে ভারতের যে কোনও অংশে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে জীবনের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৫ (১) অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রত্যেকেরই নিজের এবং নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান অর্জনের অধিকার রয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পোশাক, আবাসন, চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ১১ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষগুলি স্বীকার করে যে খাদ্য, পোশাক, আবাসন এবং জীবনযাত্রার অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি সহ প্রত্যেকেরই নিজের এবং তার পরিবারের জন্য জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার অধিকার রয়েছে।

"২৫.....সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে সংরক্ষিত জীবনের অধিকারকে এই আদালত অর্থবহ জীবনযাপনের অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে, যা শুধুমাত্র প্রাণিক অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই বিষয়টি আদালতের একাধিক রায়ে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হকারদের মামলা [এসএলপি নম্বর ৪৭-৫১, ১৯৯৬], ওলগা টেলিস মামলা [(১৯৮৫) ৩ এসসিসি ৫৪৫] এবং সর্বশেষ চামেলি সিং মামলা [(১৯৯৬) ২ এসসিসি ৫৪৯] সহ অন্যান্য অসংখ্য সিদ্ধান্ত, যা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই....." (আমাদের দ্বারা জোর দেওয়া হয়েছে)।

২৫. আমরা আবেদনকারীর মতামতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, তবে আমাদের অবশ্যই আদালতের সেই সতর্কবার্তা স্মরণে রাখতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে যে আশ্রয়ের অধিকার রাষ্ট্রের "অর্থনৈতিক বাজেটিং"-এর ওপর নির্ভরশীল। আবেদনকারী কোনো সর্বজনীন আদেশের আবেদন করতে পারেন না বা এমন কোনো যুক্তিও উপস্থাপন করতে পারেন না, যা রাষ্ট্রের আর্থিক সামর্থ্যকে উপেক্ষা করে। নিঃসন্দেহে, কোনো এক পর্যায়ে আবেদনকারী যুক্তি প্রদান করেছিলেন যে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আর্থিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব কম। তবে একই সঙ্গে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশের সম্পদ সীমাহীন নয়, এবং যখন আদালত রাষ্ট্রকে অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দেয়, তখন বিচারিক সংযম বজায় রাখা আবশ্যক।"

২৬, "মাননীয় অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল সম্প্রতি সংশোধিত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সমন্বিত কর্মসূচির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এই কর্মসূচির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবীণদের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ১.৯৮ কোটি থেকে ২০০১ সালে ৭.৬ কোটি এবং ২০১১ সালে ১০.৩৮ কোটিতে পৌঁছেছে। অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২১ সালে ভারতে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা ১৪.৩ কোটিতে এবং ২০২৬ সালে ১৭.৩ কোটিতে উন্নীত হবে। এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হল প্রবীণ নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করা, যার মাধ্যমে তাদের জন্য আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা সেবা এবং বিনোদনের সুযোগ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের সক্রিয় এবং উৎপাদনশীল জীবনযাপনকে উৎসাহিত করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রমের সহায়তা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্মসূচির অধীনে প্রবীণ নাগরিকদের আবাসন কেন্দ্র, বয়স্ক নারীদের জন্য আবাসন ইত্যাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।"

২৭. এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আশ্রয়ের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার এবং তাই প্রত্যেকের জন্য এবং যতটা সম্ভব আশ্রয় নিশ্চিত করতে হবে, এই বিষয়টি মাথায় রেখে ভারত সরকার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ করে শহরাঞ্চলে প্রকল্প তৈরি করেছে, কিন্তু এখন এটা স্বীকার করার সময় এসেছে যে, গ্রামীণ ভারত সহ দেশের বিভিন্ন অংশে বিপুল সংখ্যক প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের পরিবার দেশের অন্যান্য অংশে এবং এমনকি দেশের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে 'গৃহহীন' হয়ে পড়েছেন। যদিও এই প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই নিঃস্ব নন, তবে তাদের বয়সের কারণে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং তারা তাদের মাথার উপর একটি ছাদের জন্য অর্থ প্রদান করতে এবং অবদান রাখতে ইচ্ছুক। উপযুক্ত সংখ্যক বৃদ্ধাশ্রম এবং তাদের অবস্থা অনুযায়ী বাড়ির অভাবে, তাদের নিজেদের রক্ষার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় যা তাদের দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঝুঁকিতে ফেলে।

স্বাস্থ্যের অধিকার

২৮, আবেদনকারী আবেদন করেছিলেন যে চিকিৎসা সুবিধা এবং জেরিয়াট্রিক যত্নের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না যা তাদের প্রাপ্য। তিনি বলেছিলেন যে, মোটামুটিভাবে, বয়স্ক ব্যক্তিদেরই কম বয়সী ব্যক্তিদের তুলনায় 'বেশি ঘন ঘন চিকিৎসা যত্নের প্রয়োজন হয় এবং যদি তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা না দেওয়া হয়, তবে এটি তাদের স্বাস্থ্য পাওয়ার অধিকারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

স্বাস্থ্যের অধিকার একটি মানবাধিকার এবং একটি সাংবিধানিক অধিকার বলে তাঁর যুক্তির সমর্থনে, আবেদনকারী কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন যা আমরা এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করছি।

২৯, ভিনসেন্ট পানিকুর্লাঙ্গারা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় এই আদালত প্রবীণদের স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেনি, তবে এটি সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছে এবং উল্লেখ করেছে যে এর মধ্যে মানবিক মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ২১ অনুচ্ছেদে রাজ্য নীতির নির্দেশক নীতিগুলির কিছু অনুচ্ছেদ, বিশেষত সংবিধানের ৩৯,৪১ এবং ৪২ অনুচ্ছেদের থেকে তার জীবন শ্বাস নেওয়া হয়েছে। যদিও এই অনুচ্ছেদগুলি বয়স্কদের স্বাস্থ্যের অধিকারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তবে এটি বেশ স্পষ্ট যে যখন তারা পুরুষ ও মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং শক্তির সুরক্ষার কথা উল্লেখ করে, তখন এটি অবশ্যই বয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনের ১৬ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"এই দেশে প্রতিটি মানুষের জন্য এটি একটি মৌলিক অধিকার, যা ভারতীয় সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ফ্রান্সিস মুলিন মামলায় [ফ্রান্সিস কোরালী মুলিন বনাম প্রশাসক, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি, [(১৯৮১) ১ এসসিসি ৬০৮]] মাননীয় আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে মানবিক মর্যাদার সাথে, শোষণমুক্ত জীবনযাপনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ২১ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত মানবিক মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার এই অধিকারটি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির প্রাণস্বরূপ এবং বিশেষত ৩৯ অনুচ্ছেদের (ই) এবং (এফ) ধারা, এবং ৪১ ও ৪২ অনুচ্ছেদ থেকে উৎসারিত। অন্ততপক্ষে, এই অধিকারটির মধ্যে অবশ্যই শ্রমিকদের—পুরুষ ও নারীদের—স্বাস্থ্য ও শক্তির সুরক্ষা, শিশুদের কচি বয়সে শোষণের হাত থেকে রক্ষা, শিশুদের সুস্থ ও স্বাধীন পরিবেশে বিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার সুযোগ, ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক কর্মপরিবেশ এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধার নিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে..."

৩০, এই আদালত গ্রাহক শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র বনাম ভারত ইউনিয়ন (২৫ অনুচ্ছেদ) '° এবং কিরলোস্কর ব্রাদার্স লিমিটেড বনাম কর্মচারী রাজ্য বীমা কর্পোরেশন (১০ অনুচ্ছেদ)' 'মামলায় একই মত প্রকাশ করেছে।

৩১. পঞ্জাব রাজ্য বনাম মহিন্দর সিং চাওলা (অনুচ্ছেদ ৪), "নগর নিগম বনাম এ. এল. ফাহিম মাংস রপ্তানি (পি) লিমিটেড।

(অনুচ্ছেদ ২৬) "এবং অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি অ্যাসোসিয়েশনে।" ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (অনুচ্ছেদ ১০) '* স্বাস্থ্যের অধিকারকে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ থেকে প্রবাহিত মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। অবশ্যই, এই বিষয়ে কোনও পিছনে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই,

৩২. বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের দ্বারা আমাদের নজরে আনা হয়েছে যে ভারত সরকার প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য জাতীয় কর্মসূচি চালু করেছে। এই জাতীয় কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল প্রবীণ নাগরিকদের, অর্থাৎ ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থায় নিবেদিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। জাতীয় কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে পৃথক এবং বিশেষায়িত ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

৩৩. ভারত সরকার আরও উল্লেখ করেছে যে, জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং জাতীয় কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব নয়।

৩৪, আবেদনকারী স্বীকার করেছেন যে জাতীয় কর্মসূচির কিছু ইতিবাচক উপাদান রয়েছে তবে এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে সেগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বা দেশের কিছু জেলায় সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়নি। আবেদনকারীর দ্বারা নির্দেশিত ফাঁকগুলির মধ্যে একটি হল যে সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক যত্নের জন্য সংরক্ষিত শয্যার সংখ্যা বা নির্দিষ্ট জেরিয়াট্রিক কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এটি জমা দেওয়া হয় যে এই বিবরণগুলি দেশের ৭১৯ টি জেলার জন্য অবশ্যই সরবরাহ করা উচিত।

৩৫. আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করি, কিন্তু একই সঙ্গে এই বিষয়টির উপর জোর দিতে হবে যে, জাতীয় কর্মসূচি এখন প্রায় ছয় বা সাত বছরের পুরনো এবং তা অবশ্যই যথাযথ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস্তবায়িত হতে হবে, অন্যথায় এটি কেবল একটি কাগজের কর্মসূচিই থেকে যাবে। নিঃসন্দেহে, গত কয়েক বছরে অনেক কিছু অর্জন করা হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক কিছু অর্জন করা প্রয়োজন এবং আমরা আশা করি যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় আগ্রহ দেখাবে।

'পিতামাতা এবং প্রবীণদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ নাগরিক আইন, ২০০৭

৩৬, যদিও আবেদনকারী প্রবীণ সহ প্রত্যেকের জন্য উপলব্ধ সাংবিধানিক অধিকারের উপর জোর দিয়েছিলেন, যেমন মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা ও জেরিয়াট্রিক যত্নের অধিকার, আবেদনকারীর উপর নির্ভর করে, এই অধিকারগুলির অস্তিত্বের জন্য বিধিবদ্ধ বিধানগুলির উপর একটি বিকল্প রয়েছে। আবেদনকারীর দ্বারা এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে সংবিধানকে একটি বিস্তৃত 'অর্থ' না দেওয়া হলেও, এমন বিধিবদ্ধ অধিকার রয়েছে যা প্রবীণদের দ্বারা সংসদ কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের অধীনে প্রয়োগযোগ্য এবং তা হল পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ (এমডব্লিউপি আইন)

৩৭, আবেদনকারী তার যুক্তি প্রমাণ করার জন্য এমডব্লিউপি আইনের কয়েকটি বিধানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষত, তিনি এমডব্লিউপি আইনের ১৯ ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা বৃদ্ধাশ্রম স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারকে দেশের প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যার মধ্যে প্রতিটি বৃদ্ধাশ্রমে ১৫০ জন প্রবীণ নাগরিকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে যারা দরিদ্র। ধারা ১৯ নিম্নরূপ পড়েঃ

১৯. বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা-

১. রাজ্য সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে, যাতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য স্থানে পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। শুরুতে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন করা হবে, যেখানে অন্তত একশো পঞ্চাশজন অসহায় প্রবীণ নাগরিককে আশ্রয় দেওয়া হবে।

২. রাজ্য সরকার বৃদ্ধাশ্রমগুলোর পরিচালনার জন্য একটি পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার মান নির্ধারণ করা হবে, যা সেসব আশ্রমের বাসিন্দাদের কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্যে "অসহায় প্রবীণ" বলতে সেই প্রবীণ নাগরিককে বোঝানো হয়েছে, যিনি নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট সম্পদ রাখেন না, যা সময়ে সময়ে রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৩৮. আবেদনকারী এবং মাননীয় আদালতের সহায়ক আইনজীবীর যুক্তি হলো যে, যদিও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩০০-র বেশি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাস্তবিক প্রয়োজনে আরও অনেক বৃদ্ধাশ্রম প্রয়োজন, কারণ দেশে অসহায় প্রবীণদের সংখ্যা অনেক বেশি।

তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, কিছু বৃদ্ধাশ্রম জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে পর্যাপ্ত সুবিধা, বিশেষ করে বৃদ্ধদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা নেই।

অন্য কথায়, অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত **পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ এবং কল্যাণ আইন, ২০০৭ (MWP Act)**-এর ১৯ অনুচ্ছেদ কেবলমাত্র আইনের ভাষাগত অনুসরণ করা হচ্ছে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

৩৯. এমডব্লিউপি আইনের ২০ নং ধারার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা প্রবীণ নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। রাজ্য সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থায়িত সরকারি হাসপাতাল বা হাসপাতালগুলিকে যতদূর সম্ভব সমস্ত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য শয্যা সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক। এমডব্লিউপি আইনের এই ধারার দ্বারা জেরিয়াট্রিক রোগীদের জন্য সুবিধাগুলিও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এমডব্লিউপি আইনের ২০ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

২০, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা-

রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে যে:

i. সরকারি হাসপাতাল অথবা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থায়িত হাসপাতালগুলিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য যথাসম্ভব শয্যার ব্যবস্থা থাকবে।

ii. প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আলাদা সারির ব্যবস্থা করা হবে।

iii. প্রবীণ নাগরিকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, গুরুতর ও অবক্ষয়জনিত রোগের চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে।

iv. প্রবীণদের দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং বার্ধক্যজনিত সমস্যার গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে।

v. প্রতিটি জেলা হাসপাতালে প্রবীণ রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে এবং এই শাখার নেতৃত্বে অভিজ্ঞ বার্ধক্যজনিত সেবায় দক্ষ চিকিৎসক থাকবেন।

৪০. আবেদনকারী ও মাননীয় আদালতের সহায়ক আইনজীবীর যুক্তি হলো, বিধান ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে একটি বিশাল ব্যবধান বিদ্যমান। প্রবীণদের কল্যাণ সংক্রান্ত আইন ২০০৭ সালে কার্যকর হওয়ার পর এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু প্রবীণদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা ও বার্ধক্যজনিত সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার যথাযথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি।

৪১. আরও বলা হয়েছে যে, যদি ধরা হয় এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর রয়েছে এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তবুও প্রবীণ নাগরিকরা তাঁদের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন।

এই আইনের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাজ্য সরকারকে এই বিধান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। একইসঙ্গে প্রবীণদের কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এসব বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

৪২, আবেদনকারীর বক্তব্য হল যে, হেল্পএজ ইন্ডিয়ার মতো বেশ কয়েকটি সংস্থার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এমডব্লিউপি আইনের বিধানগুলির বিষয়ে খুব কমই প্রচার করা হয়েছে,

প্রবীণদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি জেরিয়াট্রিক যত্নের অধিকার কেবল একটি পাইপ স্বপ্ন হিসাবে রয়ে গেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ভারত সরকারকে অবশ্যই এমডব্লিউপি আইনের বিধানগুলিকে প্রচার করার জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে আসতে হবে যাতে প্রবীণরা তাদের বাকি জীবন মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে।

আলছ্নাঃ

৪৩. আবেদনকারী, অভিযুক্ত অ্যামিকাস এবং অভিযুক্ত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল সহ অন্যান্যদের কথা শোনার পর, আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে, আবেদনটি প্রবীণদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করে। সম্ভবত এই বিষয়ে এটিই প্রথম পিটিশন এবং মজার বিষয় হল, আবেদনকারীর জমা দেওয়া বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে এবং অন্যান্য সমর্থনকারী সাংবিধানিক বিধানগুলির উপর ভিত্তি করে।

৪৪, আমরা স্বীকার করি যে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জীবনের অধিকারকে অবশ্যই একটি বিস্তৃত অর্থ দিতে হবে। জীবনের অধিকার, আমরা স্বীকার করি, বেশ কয়েকটি অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে আপাতত আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন, যার প্রত্যেকটি মৌলিক এবং মৌলিক। আবেদনকারীর দ্বারা বর্ণিত এই অধিকারগুলি হল মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার এবং স্বাস্থ্যের অধিকার। রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে বাধ্য যে এই মৌলিক অধিকারগুলি কেবল সুরক্ষিতই নয়, প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সমস্ত নাগরিকের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে।

৪৫. বিকল্পভাবে, আবেদনকারী একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন যে, "অর্থনৈতিক বাজেট"-এর অসুবিধাগুলির কারণে সাংবিধানিক অধিকারগুলি প্রয়োগযোগ্য না হলেও এমডব্লিউপি আইনের আকারে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকারের সুরক্ষা ও প্রয়োগকে বাধ্যতামূলক করে। আবেদনকারী বলেন, এটি স্পষ্ট যে সংসদ আইনের আর্থিক প্রভাব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল। আইনটি কার্যকর করার সময় রাজ্য সরকার কর্তৃক "অর্থনৈতিক বাজেট"-এর বিবেচনা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত ছিল। অতএব, এমডব্লিউপি আইনের বিধানগুলি কঠোরভাবে বাস্তবায়নে ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা অর্থের অভাবের কোনও অজুহাত থাকতে পারে না। সংক্ষেপে, যদি সাংবিধানিক না হয় তবে কমপক্ষে প্রবীণ ব্যক্তিদের বিধিবদ্ধ অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি ও প্রয়োগ করতে হবে।

৪৬, জমা দেওয়ার সময় যে ঐকমত্য দেখা দিয়েছিল তা হল এই জনস্বার্থ পিটিশনটিকে বিরোধী মামলা হিসাবে নেওয়া উচিত নয় এবং নেওয়াও উচিত নয়। এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা এটি বিদ্বানদের কাছে রেখেছিলাম

ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির কাছে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থের উপলব্ধতার কথা মাথায় রেখে প্রবীণদের অধিকার নিশ্চিত করার উপায় ও উপায়ের পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের সামনে পরামর্শ এবং পক্ষগুলি, একটি সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছিল যে এই আদালতকে একটি অব্যাহত আদেশ জারি করা উচিত যাতে প্রবীণদের সাংবিধানিক অধিকার এবং এমডব্লিউপি আইনের বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন হয়।

৪৭, আলোচনা এবং জমা দেওয়ার সময় যে সর্বসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছিল তার সাথে আমরা একমত এবং মতামত রাখি যে এই আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলীর একটি সেট সাংবিধানিক 'ম্যান্ডেট বা এম ডাবলু পি. আইন এর ম্যান্ডেট পূরণ করবে না। প্রবীণদের মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের অধিকার উপলব্ধ করার জন্য এবং তাদের যুক্তিসঙ্গত বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা এবং জেরিয়াট্রিক যত্ন প্রদানের জন্য সাংবিধানিক ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও এর জন্য কিছু সময় লাগতে পারে, একমাত্র উপলব্ধ সমাধান হল একটি অব্যাহত নিয়মাবলী যা জনগণের অধিকারকে সম্মান, স্বীকৃতি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এই আদালত কর্তৃক বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে গৃহীত একটি স্বীকৃত অনুশীলন ও পদ্ধতি এবং সংবিধানের প্রস্তাবনা দ্বারা গৃহীত সামাজিক ন্যায়বিচারকে অর্থ ও শক্তি দেওয়া হয়েছে।

৪৮. আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারগুলির প্রচেষ্টার আমরা মোটেও সমালোচনা করছি না, বা এই জনস্বার্থ পিটিশনটির উদ্দেশ্যও নয় যে, উত্থাপিত বিষয়গুলির সাংবিধানিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীভূত এবং সম্ভবত আরও জোরালো প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে।

৪৯, এই প্রসঙ্গে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, বিশিষ্ট অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বলেছেন যে, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সমস্ত দিক নিয়ে একটি মূল্যায়ন সমীক্ষা করা হয়েছে যাতে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ব্যবহার করা যায় এবং সমস্ত রাজ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অভিন্নতা আনা যায়। এছাড়াও, এনএসএপি প্রকল্পগুলির জন্য একটি সামাজিক নিরীক্ষাও বিবেচনা করা হয়েছে এবং ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে একটি সামাজিক নিরীক্ষা পাইলট চালু করার জন্য সম্প্রতি ৩০শে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত একটি সামাজিক নিরীক্ষা করার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

৫০, এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমরা মনে করি যে কিছু প্রাথমিক নির্দেশনা জারি করা উপযুক্ত হবে যাতে প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকারকে স্বীকৃতি ও প্রয়োগের জন্য কার্যকর অবদান রাখা যায়।

নির্দেশাবলী

৫১, আমাদের সামনে পক্ষগুলির জমা দেওয়া বিষয়গুলি নোট করা এবং প্রবীণদের অধিকারের প্রতি উত্সাহী সমর্থনের জন্য তাদের প্রশংসা করার সময়, আমরা আপাতত নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারি করিঃ

১. কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছ থেকে দেশের প্রতিটি জেলায় বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং এই বিষয়ে একটি স্থিতি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রতিটি জেলায় প্রবীণ নাগরিকদের জন্য উপলব্ধ চিকিৎসা সুবিধা এবং জেরিয়াট্রিক কেয়ার সুবিধা গ্রহণ করবে এবং এই বিষয়ে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করবে।

৩. স্ট্যাটাস রিপোর্টে বিস্তারিত হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, এমডব্লিউপি আইনের বিধানগুলি প্রচার করার জন্য এবং প্রবীণ নাগরিকদের এই আইনের বিধানগুলি এবং প্রবীণ নাগরিকদের সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত।

৪. এমডব্লিউপি আইনের ৩০ ধারা ভারত সরকারকে এমডব্লিউপি আইনের বিধানগুলি কার্যকর ও কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে যথাযথ নির্দেশ জারি করতে সক্ষম করে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই এই বিষয়ে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং এমডব্লিউপি আইনের বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে যথাযথ নির্দেশ জারি করতে হবে। এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারকে এমডব্লিউপি আইনের ৩১ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা এমডব্লিউপি আইনের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করতে হবে।

৫. এখানে উপরে উল্লিখিত কিছু প্রকল্প তুলনামূলকভাবে তারিখযুক্ত। এখন সময় এসেছে যে ভারত সরকার এই প্রকল্পগুলি পুনর্বিবেচনা করবে এবং সম্ভবত এগুলির পুনর্বিবেচনা করবে যাতে সংহতি আনা যায় এবং বহুত্ব এড়ানো যায়। বিশেষত, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে প্রবীণদের পেনশন অনুদান পুনর্বিবেচনা করতে হবে যাতে এটি আরও বাস্তবসম্মত হয়। অবশ্যই, এটি নির্ভর করবে আর্থিক প্রাপ্যতা এবং ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির অর্থনৈতিক সক্ষমতার উপর।

৫২, ২০১৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি বা তার আগে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের মাধ্যমে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করা উচিত।

৫৩, স্ট্যাটাস রিপোর্ট প্রাপ্তির পরে পরবর্তী কার্যধারার জন্য বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করুন,

রিট আবেদন (সি) নং ৮১/২০১৫

আদেশ

আদেশ ও নির্দেশনার জন্য, দেখুন **ডব্লিউ.পি. (সি) নং ১৯৩/২০১৬ - ডঃ অশ্বিনী কুমার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য।**

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu